দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... OCT 03 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

রাজনৈতিক ঘোষণাটি জো সরকারের তামাশা মাত্র

দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আল্লামা আজিজুল হক সরকারকে বয়কট কর

কওমী সনদের সরকারী স্বীকৃতি

মোহাম্মদ আবদুর রহিম

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবী পূরণ নিয়ে খেল-তামাশার পর দুই দলীয় জোট সরকার এবার কওমী মাদ্রাসা সনদের স্বীকৃতি নিয়ে মুলা ঝোলানোর তামাশা শুরু করেছে। সরকারের কার্যকলাপে এটা এখন পরিষ্কার যে, কওমী সনদের স্বীকৃতির কোন সুরাহা সরকার করবে না। সুতরাং কওমী সনদের স্বীকৃতির রাজনৈ ঘোষণা দুই দলীয় সরকারের কুটিল রাজনীতি কিছু নয়। ইসলামী ঐক্যজো চেয়ারম্যান শায়খুল হা নেতৃত্বে কওমী সনদের স্বী দাবীতে মুক্তাঙ্গনে ৫ দিন অ ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটে তড়িঘড়ি ওলামা সম্মেলন ডেকে প্রধানমন্ত্রী সনদের দাওরা সনদকে আরবী ভা ইসলামিক ৮-এর পৃঃ ২-এর কঃ (

সরকারের তামাশা মা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

স্টাডিজের এমএ'র সম্মান দেয়ার ঘোষণা দেন। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর গত ২৯ আগস্ট একটি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সরকার ১৮ জন আলেমসহ শিক্ষা সচিব এবং যুগ্ম সচিবকে (মাধ্যমিক) নিয়ে ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। শিক্ষা সচিবকে টাস্কফোর্সের আহবায়ক করা হয়।

টাস্কফোর্সের প্রথম বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, সারাদেশের কওমী মাদ্রাসাসমূহের দাওরা হাদীস পরীক্ষা একই প্রতিষ্ঠানের অধীনে অর্থাৎ বেফাকুল মাদারিসিলের অধীনে গ্রহণ করা হবে। বৈঠকে একই লক্ষ্যে দেশের অন্যান্য আঞ্চলিক বোর্ডের সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। উল্লেখ্য, টাস্ক ফোর্সের বৈঠকে নসে বেফাকের কমিটি গঠনের আইনগত বৈধতা না থাকলেও বৃহত্তর স্বার্থে দেশের সকল মাদ্রাসাকে এককেন্দ্রীক নিয়ন্ত্রণে আনার বৃহত্তর স্বার্থে বেফাক নেতৃবৃন্দ তা মেনে নেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। কিন্তু বৈঠকের পর থেকেই ৩টি আঞ্চলিক বোর্ড পূর্বের চক্রান্তের ধারাবাহিকতায় টাস্ক ফোর্সের বৈঠকের বিরোধীতা করে লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি শুরু করে। ৩ আঞ্চলিক বোর্ড বেফাকসহ ৪টি কওমী মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে কওমী সনদের স্বীকৃতি দেয়ার দাবী উত্থাপন করতে শুরু করে। এমতাবস্থায় টাস্ক ফোর্সের পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় গত ১৭ সেপ্টেম্বর। উক্ত বৈঠকের শুরুতেই পূর্ববর্তী বৈঠকের সিদ্ধান্ত পাঠ করা হলে উপস্থিত টাস্ক ফোর্সের অধিকাংশ সদস্য বিস্মিত হন। কমিটির সদস্যগণ প্রথম বৈঠকের পঠিত সিদ্ধান্ত সংশোধনের দাবী জানান। এ পর্যায়ে সভার সভাপতি শিক্ষা সচিব সংশোধন করার কথা বলেন। দ্বিতীয় বৈঠকে বেফাক ব্যতীত পূর্বের ষড়যন্ত্রের হোতা ৩ আঞ্চলিক বোর্ডের ৪ জন সদস্য ৪ বোর্ডের নামে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী উত্থাপন করেন। আর যদি বোর্ড না হয় তাহলে বিভিন্ন নামে স্বীকৃতি দেয়ার দাবী করেন। আর এতেই পরিষ্কার হয় যে মূল চক্রান্ত হচ্ছে, কওমী মাদ্রাসা দাওরা হাদীস সনদের স্বীকৃতি যাতে না হয়।

কওমী সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে শি জামায়াত ঘরানার এক কর্মকর্তার নিজস্ব কার্যালয়ে সিলেটভিত্তিক একটি ব বোর্ডকে নিয়ে বৈঠক করে যে চক্রা করেছিলেন টাস্ক ফোর্সের প্রথম সভার মেনে নিয়ে সিদ্ধান্ত পাল্টানো এবং বৈঠকে ৪ বোর্ডের নামে স্বীকৃতির দা চক্রান্তেরই ধারাবাহিকতা বলে উল্লেখ টাস্ক ফোর্সের একাধিক সদস্য। টাস্ক দ্বিতীয় সভায় মতপার্থক্য সৃষ্টির আয়োজ দলীয় জোট সরকারের একটি অংশের করা হয়েছে বলে তাদের ধারণা। নতু সভার সিদ্ধান্ত গোপনে পাল্টানো এবং সভায় ভিন্নমত পোষণের বিতর্ক সৃষ্টি কথা নয়। কারণ ১৭ তারিখের যে লিখিতভাবে টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের জন্য তাদের নিকট পাঠানো হয় তখন বুঝতে পেরেছেন বৈঠকের বক্তব্য ও অনেক কিছুই গড়মিল রয়েছে। তাছাড় বৈঠকে প্রথম বৈঠকের যে সংশোধনী দ হয়েছিল তাও যথাযথভাবে সংশোধ হয়নি। এ পর্যায়ে টাস্ক ফোর্সের আলেমগণ নিশ্চিত হন যে, একটি রাজনৈতিক দলের মন্ত্রীর ইঙ্গিতে সর জটিলতা সৃষ্টি করছে।

তাছাড়া টাস্ক ফোর্সের এক মাসের মে ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখেই শেষ হয়ে গেছে সচিব চলে গেছেন দেশের বাইরে। ফিরবেন চলতি মাসের মাঝামাঝি সংসদ অধিবেশনও সমাপ্তির পথে। এর হবে ঈদের ছুটি। আর ঈদের ছুটির অক্টোবর জোট সরকারের বিদায় হবে কওমী সনদের স্বীকৃতির রাজনৈতিক ঘো দলীয় জোট সরকারের কুটিল রাজনী অন্য কিছু নয় বলে ইসলামী নেতৃবৃ নিশ্চিত। আর এ কারণেই ক্ষুব্ধ হয়ে হাদীস আল্লামা আজিজুল হক প্রধ ইফতার মাহফিলে অনুপস্থিত ছিলেন। সনদের স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত তিনি স কোন কর্মকাণ্ডে অংশ না নেয়ার সিদ্ধান্ত করে জানা গেছে।